নন্দিত বেদনা

জাকির আবু জাফর

নন্দিত বেদনা

জাকির আবু জাফর

এপারেন্ট মিডিয়া

www.pathagar.com

নন্দিত বেদনা
জাকির আবু জাফর

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুল হান্নান

এপারেন্ট মিডিয়া
সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।

প্রকাশকাল
বৈশাখ-১৪০৬, মে-১৯৯৯

প্রচ্ছদ
গোলাম মোহাম্মদ

মুদ্রণ
কোবা কালার গ্রাফিক্স

মূল্য ঃ ৫০ টাকা

www.pathagar.com

অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

অন্যান্য বই

- চাঁদের ভেলা
- কালের সমুদ্র

www.pathagar.com

শিরোনাম

আগুনের ফুলকি	৭	৮	হেলে যাওয়া পৃথিবী
বিরহী শূন্যতা	৯	১০	বেদনার বিস্তার
ধ্বংসের জরায়ু	১১	১২	আমাকে জাগাতে কেন চাও
নির্ভীক অস্থিরতা	১৩	১৪	বাতাসের ফেনা
জীবনের কারবালা	১৫	১৬	প্রেমের বিবৃতি
মনের মানুষ	১৮	১৯	রক্তাক্ত খাম
নীরব আকাশ	২০	২১	ভেদাভেদ
ঘুমন্ত শৈশব	২২	২৩	কালবেলা
মানুষ	২৪	২৫	আত্মার বিলাপ
ক্ষুধার্ত পৃথিবী	২৬	২৭	আদিম লালসা
এখন আমি	২৮	৩০	কাল চলে যায়
কংকালের বিদ্রুপ	৩১	৩২	নন্দিত বেদনা
আর পারি না	৩৬	৩৭	পারাবত
নৈসর্গিক খাম	৩৮	৩৯	একাকী আত্মা
নারীর নিশ্বাসে	৪০	৪২	দূরন্ত দুর্বার
সমান্তরাল	৪৩	৪৪	শোকের মাতম
কোথায় দাঁড়াবে তুমি	৪৫	৪৮	জলের নূপুর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আগুনের ফুল্‌কি

ঐ শোন্‌ পৃথিবীর ক্রন্দন
খান খান হল মিল বন্ধন।
কেউ নেই আজ কারো আস্থায়
বিশ্বাস ভাংগে আর পস্তায়।

হৃদয়ের থিরথির কম্পন
আঙিনায় শকুনির লম্ফন।
মেঘে মেঘে অস্থির শব্দ
বজ্র আঘাতে করে জব্দ।

আকাশের বুক কাঁপে লজ্জায়
পেঁচাদের গলাগলি সজ্জায়।
নির্ভীক কাফনের বস্ত্র
হয়ে যাক দুর্বার অস্ত্র।

আর নেই আপোসের সন্ধি
শেয়ালেরা আজ প্রতিদ্বন্দ্বী।
ছুঁড়ে দাও আগুনের ফুল্‌কি
খাপ খোলা তলোয়ার দুল্‌কি।

বুকে নাও সাহসের বন্যা
পৃথিবীটা হয়ে যাক ধন্যা।

www.pathagar.com

হেলে যাওয়া পৃথিবী

ঝরে পড়া বকুলের সারিতে নেচে ওঠে জীবনের ব্যানার।
হেঁটে যায় সময়ের পল্লব। চমকে ওঠে ঘুমন্ত
স্বপ্নের নির্জন পর্বত।

ঝলমলে দিবসকে কে পরালো রাতের পোশাক!
কেন ঝরে যায় সুরভিত বকুলের দল!

জানি, কসম খাওয়া উত্তর আসবে না।

তবুও রজনীর কৃষ্ণগর্ভে জন্ম নেয় দূরন্ত সাহসী শিশুভোর।
হেসে খেলে প্রবেশ করে হেঁটে যাওয়া যৌবনে।
হাস্‌নাহেনার ঘ্রাণ তখন বাতাসকে ভারী করে না।
জেগে থাকে না রাতের কলস্বর।

অবারিত সময়ের স্রোত, টেনে নেয় অনন্ত জীবনের সন্ধিস্থলে।
এপার ওপারের পিচ্ছিল সীমান্ত।

হেলে যাওয়া পৃথিবী বিদায়ের অপেক্ষায়।

www.pathagar.com

বিরহী শূন্যতা

তোমার অবহেলার তীর্যক দৃষ্টি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি
সাগর পিঠে। তবুও আমি উষ্ণ থাকার চেষ্টা করেছি।

বাতাসে সাঁতার কাটা বেদনার চিৎকার,
সে উষ্ণতায় বারুদ ঢেলে দিয়েছে। আমি সাহসের
হাত ধরে প্রাতিস্বিক সকালের মত শান্ত থেকেছি।

ঘৃণার আঁধারে প্রেম-ফুল সাজাতে তোমার
উলংগ পলক এতটুকু কেঁপে ওঠে না।

বিশ্বাসের বিরান ভূমিতে দাঁড়িয়ে আশার স্বপ্ন দেখ।
অথচ তোমার পায়ের নীচে হাহাকার করে
বিরহী শূন্যতা।

www.pathagar.com

বেদনার বিস্তার

সেরা জীব মানুষ আজ বন্য,
কেন হবে ধরণীটা ধন্য?

বাড়াবাড়ি নীতি কথা উক্তির
ভালো কথা, কাজ নেই মুক্তির।

আপনার নেই। সব অন্য,
পৃথিবীটা আজ বড় দৈন্য।

হানা-হানি বেদনার বিস্তার,
কারও আর নেই বুঝি নিস্তার।

হায় ধরা কেন হলি বন্য,
সেরা জীব হলো না অনন্য!

www.pathagar.com

ধ্বংসের জরায়ু

পোশাকহীন অসুন্দরের মত তোমাদের মন।
ভালোবাসার অসভ্য দোহাই দিয়ে, বিকৃত
স্বার্থের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দাও ফসলের বীজভূমিতে।

তোমরা সময়ের কুৎসিত অজগর।
ঝক্‌ঝকে পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখ জীবন্ত কপটতা।
স্বার্থহীন আবরণে, স্বার্থের কফিন নিয়ে ঘূর্ণন।

পেঁচার শরীরে ময়ূরের পশম জড়িয়ে বৈশাখী ঝড়ে
নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় আত্মগোপন করতে চাও?
বিশ্বাসের উপত্যকায় বিষ ঢেলে দাও সবুজ ফসলের প্রত্যাশায়।

তোমাদের ঘোলাটে দৃষ্টি স্বার্থের
কফিন ভেদ করে সে ফসলের বিনাশ দেখতে পায় না।
ধ্বংসের জরায়ুতে তোমাদের স্থিতি। সময়ের
দুঃসাহসী তুফান দিগম্বর করে দেবে সবই।

www.pathagar.com

আমাকে জাগাতে কেন চাও

আমাকে জাগাতে কেন চাও বারবার,
আমি তো জেগেই আছি ফিরে আসবার।
আমি তো নিজের ঘরে আগের মতন,
চেয়ে আছি পথ পানে খুঁজতে রতন।

তারপর ও কেন যেন জাগাবে আমায়,
ব্যথাভরা চোখ শুধু অশ্রু নামায়।
নীর নেই চোখ ফেটে গেছে মনিকা,
আছে শুধু রক্তের শ্বেত কনিকা।

আমাকে তবুও কেন জাগাবার চাও,
দূরে যদি যেতে হয়, যাও চলে যাও।
ভুলে যাও, ভুলে দাও আমার স্মৃতি,
মুছে যাক ফেলে আসা সকল প্রীতি।

জানি না এমন কেন কালের খেয়াল,
ভেংগে দেয় জীবনের স্বপ্ন দেয়াল।

www.pathagar.com

নির্ভীক অস্থিরতা

সদ্য ফোটা তাজা গোলাপের পাঁপড়ির মত
কেঁপে ওঠে মন। না জানি কখন সামনে
এসে দাঁড়ায় নির্ভীক অস্থিরতা।
পৃথিবীর তামাম ভালোবাসার মুখচ্ছবি বিধ্বস্ত
আকাশের মত আলুথালু। নড়ে ওঠে মুহূর্তে।
যেন ভাষাহীন চোখ। এই বুঝি বিন্দু হয়ে
ঝরে যাবে দুর্বাঘাসের সবুজ কার্পেটে
আর ফিরবে না কোনো দিন। যে যায় সেতো
আসার নয়। তবুও অপেক্ষা কাংখিত সৌরভের জন্য।

www.pathagar.com

বাতাসের ফেনা

বেদনার কারবালা বুকে জীবনের পাল খোলা
নাও ছেড়েছি অসীমের দুয়ারে। বাতাসের ফেনা
মেখে লক্ষ্য হারা সময়, বিদ্রোহের ঢেউ তুলে
সম্মুখে দাঁড়ায়। আজন্ম সাহসী সকালের উচ্ছ্বসি
প্রেরণা, তখনো সজাগ রাখে আমার সন্ধানী অনুভূতির
খেয়ালি বারান্দা।

সবুজ মনের কোমল পর্দায় ভেসে বেড়ানো নিশানী
আশাগুলোকে মনে হয় জীবন তরঙ্গে নাচানাচি
করা জীবন্ত বুদবুদ। খুঁজে ফিরে আগামীর প্রাণবন্ত জানালা।
যেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রেরণার নিখাদ নির্যাস।

www.pathagar.com

জীবনের কারবালা

তারার মিছিলে সাথী হতে কত পাড়ি দিয়ে এসেছি পথ,
মাড়াতে হয়েছে দুর্গম গিরি কত মরু পর্বত।

সাগর জানেনি কভু,
ঢেউ ছিঁড়ে নেয় ধরার বদন
আকাশ কেঁদেছে তবু।

আকাশ কেঁদেছে, কেঁদেছে আকাশ, জীবন খুঁজেছে সার
জীবন লুকিয়ে রয়েছে যেখানে সম্মুখে মরু পার।
উষ্ণ মরুর তপ্ত বাতাস ক্ষুব্ধ অগ্নিশালা
কান্না-হাসির নাই ভেদাভেদ জীবনের কারবালা।

পথ ভুলেছি আগে,
শেষ বিকেলের কান্না এসে থমকে দাঁড়ায় রাগে।

চোখের জলে নাও ভাসানোর হিম্মত থাকে যদি,
হয়তো মরুর অগ্নিবুকে বইবে আবার নদী।
নদীর বুকে ঢেউয়ের পাহাড় ঠিক থাকে না তাল,
উল্টো স্রোতে পাল ছিঁড়ে নেয় জীবন টালমাটাল।

সুখ বেদনার নাও,
হাওয়ার তালে হাল ধরেছি।
কাঁপছে তীরের বাও।

বিশাল আকাশ মনের নীড়ে লুকিয়ে রাখার পন,
সেই শপথে পথ চলা আজ চলবো অনুক্ষণ।

www.pathagar.com

প্রেমের বিবৃতি

সেদিন প্রেম খুঁজতে গেছি ফুলের কাছে।
আমার স্পর্শে হেসে দিলো লজ্জাবতী ফুল।
বললো— ঐ যে দেখ আমার প্রেমিক ধ্যানী।
একটি মধুমক্ষিকা বিমুগ্ধ আসনে ফুলের পেলব পাপড়িতে।
শেষ রাতের তাপসীর মত পান করছে প্রেমের আকর।
আমি আকর্ষিত হয়েছি ফুলের বচনে,
'বিনিময়হীন ভালোবাসার নাম প্রেম'।

ঘুরে এলাম নদীর কাছে।
বললাম- আমি প্রেম-সন্ধানী পথিক।
প্রেমিক নদী স্রোতের পালকীতে তুলে
আমাকে নিয়ে এলো মোহনায়,
যেখানে মেলবন্ধন সাগর বক্ষে।
বললো, দেখো।
আমি চেয়ে আছি সাগরের দিকে।
সাগরের নিঃশ্বাসে ভেসে এলো,
ভালোবাসার জন্য চাই একটি অতলস্পর্শী হৃদয়।
অভিমান অভিযোগের বেয়াড়া পাথরগুলো
হারিয়ে যাবে যেখানে।
শুধু সজীব থাকবে ভালোবাসার নিঃশর্ত সন্ধি।
তবেই রচিত হতে পারে প্রেমের খামার।

পাখির কাছে গেলাম।
মুক্ত আকাশের কথা বললো।
নীলের কোলে সাঁতার কেটে প্রেমাকর্ষণে
নীড়ে ফেরার কথা বললো।
বললো,— ভালোবাসা চায় একটি স্বাধীনতার
বিমুক্ত আকাশ।
পরাধীন তুলিতে— কি করে আঁকবে প্রেমের প্রচ্ছদ।

www.pathagar.com

আমি পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ালাম।
বললাম— কি করে হলে প্রেমিক পৃথিবীর?
কত শত শতাব্দী হেঁটে গেলো তোমার পিঠে।
ঝড়ের আঘাতে ফেটে গেছে কত জীবনের মাস্তুল।
মৃত্তিকা প্রেমিক তুমি স্থির রয়েছো নিত্য আবেশে।
বললো পাহাড়- ধৈর্যের সিন্দুকে থাকে প্রেমের মোহর।

দৌড়ে এলাম জোস্না‌র কাছে।
প্রেমের নন্দিত উপমা জোস্না,
খুলে ধরলো হৃদয়-বাতায়ন।
দেখি- রূপালী তশতরীতে সাজানো প্রেমের নিখাদ অলংকার।
নিজেকে বিলিয়ে দেবার তরে নিত্য প্রস্তুত।

খামছে ধরি পৃথিবীর বাহু।
বলো-প্রেমের স্বরূপ কী?
'শূন্যে ঝুলে থাকার মত আত্মবিশ্বাস নিয়ে
কর্তব্য সাধন।' দৃঢ় কণ্ঠ পৃথিবীর।

আকাশের দিকে মুখ ফেরাতেই
গেয়ে উঠলো আকাশ,
উদারতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে লুঠ করেছি প্রেমের নির্যাস।
বজ্র আঘাতে কাঁপে না আমার বুক।
মেঘের গুঞ্জরণে অস্থির হয় না আমার প্রাণ।
শুধু ভালোবেসে যাই তাদের বিদ্রোহী অবয়ব।
ক্ষমার সমুদ্রে ভাসে প্রেমের তরী।

অতঃপর বিবৃতি দিলাম নিসর্গের কাছে।
আমি প্রেম পেতে চাই,
প্রেম দিতে চাই।
হৃদয় নিংড়ানো আহ্বান ধ্বনিত হলো—
শুভ্রতায় স্নান করে এসো।

www.pathagar.com

মনের মানুষ

মনের মানুষ খুঁজবো না আর
খুঁজবো শুধু মন,
মনের সাথে মনের থাকে
তীব্র আকর্ষণ।

মনের মত মানুষ পাওয়া কঠিন দায়,
একটি মনের দুইটি দেহ,
কোথায় পাই?

www.pathagar.com

রক্তাক্ত খাম

ভালোবাসার আক্রোশের কাছে হার মেনেছি
প্রাচীন শিশুর মত। নীল অস্থিরতায় কেঁদে ফিরেছি
প্রেমের বারান্দায়। আশৈশব লালিত স্বপ্নের সবুজ দিগন্ত
বেদনার অশ্রু হয়ে ঝরে গেছে খেয়ালের পাতালে।
অশ্রুহীন চোখ। স্থির দৃষ্টি। আশার উষ্ণতায়
পলক আর কেঁপে ওঠে না।

পৃথিবীর নাভি ছুঁয়ে ঘুরে দাঁড়াই বাতাসের দেয়ালে।
মজবুত দৃষ্টির কিনারে ভেসে ওঠে অচেনা আকাশ।
এক একটি আকাশ যেন, এক একটি রুগ্ন মানচিত্র।

খাবলে ধরে জিজ্ঞেস করি কে তুমি?

প্রতিধ্বনিতে ভেসে আসে আত্মচিৎকার—
আমি তোমার প্রেমের রক্তে ভেজা খাম।

কেবল স্বপ্ন হয়ে বাঁচতে চেয়েছি ধরার পিঠে।

www.pathagar.com

নীরব আকাশ

অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
নীলাভ সুন্দর দেখি নীরব আকাশের।
বেদনার সাগরে দোল খেতে খেতে উপুড় হই।
অতঃপর একেবেঁকে চলি সম্মুখে।
লেপটে ধরি তৃষ্ণার্ত সময়ের পাঁজর।
দেখি, মুষ্টিবদ্ধ হাতে একগুচ্ছ গোলাপের ঘুম ভাঙানো সুর।

www.pathagar.com

ভেদাভেদ

মানুষে মানুষে আজ ভেদাভেদ
শান্তির নেই কোনো চিহ্ন
বেদনায় ঝরে পড়ে অশ্রু
পথে পথে অজানা আশঙ্কা
আলোকের সব দ্বার বন্ধ
ঐ দূর থেকে আসে সন্ধ্যা
শেয়াল আর শকুনের চিৎকার
চোখে নেই ঘুম। নেই স্বপ্ন
ঠিক নেই। কতদূর মঞ্জিল
বুক ভরা স্বার্থের গন্ধ
নিষ্ঠুর মানুষ আজ নিষ্ঠুর
লুঠ করে অন্যের সম্পদ
কারো প্রতি নেই কোনো বিশ্বাস
কেড়ে নেয় মানুষের অধিকার
পারছে না দিতে কারো সম্মান
আজ নেই কোনো মায়া মমতা
কোন্ তীরে হবে মিল বন্ধন।

www.pathagar.com

ঘুমন্ত শৈশব

ঘুমন্ত শৈশব জেগে ওঠে কৈশরের বসন্ত দোলায়।
বৈরী সময়ের নির্দয় আঁচল ধরে হেঁটে আসি
অর্থহীন জীবনের পথে। কেঁপে ওঠে নিয়তির অন্তর।
অশান্ত প্রেম উন্মুক্ত ললাটে
ক্রন্দন করে নীল অস্থিরতায়।
কোথায় স্বপ্নের খেয়াঘাট?

নিয়তির হাতুড়ি ভেঙে দিয়েছে তরণীর মাস্তুল।
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে আর কত দূর যাবো!

www.pathagar.com

কালবেলা

যখন আমি ডাক দিয়েছি ভোরবেলা,
জাগলি না তুই খারাপ বলে তোর বেলা।
ঘুম ঘোরে তুই কাটিয়ে দিবি কালবেলা?

সময় যখন কান্না করে, ফাঁকটাতে
দুপুর হাঁটে সাঁঝের মায়া আটকাতে,
অন্ধকারে বন্ধ করে সব খেলা।

www.pathagar.com

মানুষ

মানুষ নামে নাম জেনেছি যাদের,
জীবন ভরে তল খুঁজেছি,
নাই তলাতল তাদের।

অথৈ জলে ডুব দিয়েছি,
তল পাব আর কই,
ঢেউয়ের ঘায়ে হৃদ কেঁপে যায়
বুক চেপে আজ রই।

অবাক হবার আর কি আছে আর?
কেউ থাকে না নিজের ঘরে, শূন্য খেয়াপার।

সবাই কেমন পাল্টে গেছে,
আগের মত নাই,
বিশ্ব বুকে মানুষ খুঁজি
মানুষ কোথা পাই?

সমাজ দেহে মানুষ ভরা মনুষত্ব শেষ!
কেমন করে আসবে আবার নতুন পরিবেশ?

অবাক হবার আর কি আছে, কী?
আশার নায়ের তল ফেটেছে শূন্য ধরেছি।

আকাশ যখন ছাদ হয়েছে ঝড়ের কি আর ভয়,
নীল চাঁদোয়ার ডাল ধরেছি পাল সে বিনির্ভয়।

দুখের বোঝার ভার নিয়েছি
পার করেছি কাল,
মাকাল ফলের রস খেয়েছি
আনতে ফুলের ডাল।

আর কি ব্যথার সিন্ধু আছে
আর কি এমন ভয়,
মেঘের পালক বিছিয়ে নিছি
রুখতে পরাজয়।

আমার মনের খেয়া যখন তীর ছুঁয়েছে মরু,
খুঁজবো কি আর মনের তীরে শীতল ছায়াতরু!
সব ভুলেছি, ভুল দেখেছি, শূন্য ভুলের ঘর,
ভুলের মেলায় ভবের মানুষ মিলছে পরস্পর।

www.pathagar.com

আত্মার বিলাপ

আমার সাজানো পৃথিবী দোলকের মত দুলে ওঠে
এক পুলকিত আকর্ষণে। বন্য সময়গুলো তেড়ে আসে
উল্টো পায়ে। টেনে ধরে বোধের আস্তিন।

আমি তো নিসর্গগামী এক প্রেমিক ধ্যানী।
কেন পোড়াতে আস বারংবার।

নির্যাতিত গোলাপের মত প্রতিবাদ জানাতে পারি না।
দুর্যোগের মিছিলেরা থেমে যায় বুকের খামারে।
মনে হয় কোনো এক অস্পষ্ট কুয়াশা ঢাকা স্টেশনে
থেমে গেছে ঘুর্ণায়মান গাড়ির চাকা।

তৃষিত স্বপ্নের বাতায়নে আত্মার বিলাপ,
অবাধ্য স্রোতের তোড়ে নির্ভীক অশ্রু হয়ে ঝরে।
রাতের প্রেমে ঝরে যায় বকুলেরা।

আমি তখন স্বপ্নহারা এক ক্লান্ত পথিক।

www.pathagar.com

ক্ষুধার্ত পৃথিবী

পেট মোটা পৃথিবী,
সভ্যতার লাশ বহন করে ক্লান্ত প্রায়,

দিনান্তে দুয়ারে ফেরা বিমুখ ভিক্ষুকের মত।
ক্ষুধার্ত পৃথিবী, শূকরীর প্রসব বেদনার মত
ছটফট করে আকাশের আশ্রয় প্রার্থনা করে।

পৃথিবীর খসে পড়া চামড়াগুলো,
যেন এক একটি বিষধর অজগর।
উষ্ণ নিঃশ্বাসে ঝলসে দেবে শতাব্দীর হৃদপিণ্ড।
বেদনায় কঁকিয়ে ওঠে বাতাসের ফুসফুস।
শতাব্দীর হাতে অবশিষ্ট শুধু আকাশের সেই প্রার্থনা।

www.pathagar.com

আদিম লালসা

সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে কেঁপে ওঠে বিশ্বাসী দোলক।
ঘৃণিত স্বার্থের আদিম লালসায়
মানবের লালায়িত জিহ্বা,
আষাঢ়ে কুকুরের মত পিপাসার্ত।
সাত সমুদ্র ঢেলে দিলেও নিবৃত হবে না
পিপাসার গহ্বর।

আশ্চর্য! তারপরও তারা মানুষ!

www.pathagar.com

এখন আমি

আমার যখন কান্না আসে দুঃখে ভাসে বুক,
তোমার তখন মনের তীরে ঢেউ খেলে যায় সুখ।

আমার যখন শোকের টানে বুক কাঁপে থরথর,
তখন তোমার স্বপ্নে ভাসে ফুলের কলস্বর।

যখন তোমার দুলছে সুখে আনন্দে অন্তর,
আমার চোখের অশ্রু তখন ঝরছে নিরন্তর।

অশ্রুভেজা চোখের ভারে স্বপ্ন হলো শেষ,
পাথর ছিঁড়ে পাচ্ছি নাতো একটু সুখের রেশ।

আমার সুখের নাও ডুবেছে কালের ঝড়ে, কাল,
হাত বাড়িয়ে ধরবো এখন কোন্ গাছালির ডাল!

জীবন আমার ক্লান্ত দুপুর আর চলে না পা,
কালের স্রোতের ভার নিতে আজ আর পারি না, না।

কালের বুকে রাখছি মাথা কূল পাব আর কই,
দিন কেটেছে কূলের খোঁজে, ভুলের বোঝা বই।

পেছন ফেরার নেই অবকাশ ফুরিয়ে গেছে সব,
জীবন নদী বাঁক নিয়েছে, তিক্ত অনুভব।

মনের কোলে চাঁদ ভাসে না ফুল ফোটে না আর,
ফুলের খোঁজে রক্ত দিছি অশ্রু বারংবার।

আমার চোখে অশ্রু দেখে হাসছে ধরাকুল,
হায় নিয়তি! চোখের পানি হাসির সমতুল!

কান্না হাসি এক হয়েছে, জীবন হলো কাত,
আলোর নেশায় ঠাঁই পেয়েছি অন্ধকারে রাত।

www.pathagar.com

রাতের আঁচল ডুবলো খাদে, ধরবো কি বারবার
কালের টানে জীবন আমার সব হলো সারখার।

এখন আমি পাল্টে গেছি ধরতে নতুন ডাল
ভয়ের বুকে পাল খুলেছি, দুঃসাহসী পাল।

ক্ষোভের দুয়ার রুদ্ধ করে বোল তুলেছি নায়,
নায়ের বাদাম সপ্ত আকাশ পরিয়ে নিছে গায়।

হাজার নদীর মাঠ ঘুরেছি, ঘাট ঘুরেছি ও,
ঘাটের পানির স্বাদ নিয়েছি, দিক ভুলিনা তো।

আকাশ পানে হাত মেলেছি সপ্ত আকাশ পর,
আমার ব্যথায় কাঁদবে এখন আকাশ পরস্পর।

www.pathagar.com

কাল চলে যায়

শান্ত থাকার
ইচ্ছে ছিলো
পারছি না তো আর,
ভুল ছিঁড়ে নেয়
জীবন তরী
কে নেবে তার ভার।

কাল চলে যায়
কালের চাকায়
নামছে কালের ঢল,
জীবন নদীর
তীর জুড়ে ঐ
ঢেউয়ের ছলাৎছল।

www.pathagar.com

কংকালের বিদ্রুপ

একটি ফুলেল সুন্দরের প্রত্যাশায়,
পৃথিবী প্রসব করে বনী আদম।
মেষ কিংবা মোষ ও পৃথিবীর সন্তান।

কিন্তু তাদের কাছে কি প্রত্যাশা আছে পৃথিবীর?

মানবাত্মা সবুজ পাখি রূপে বিচরণ করবে ধরার বুকে।
কিন্তু রুচিহীন বিকৃত কংকালের বিদ্রুপ হাসিতে
শিড় দাঁড়া হীম হয়ে যায় পৃথিবীর!

তখন পৃথিবী শুধু একপট শান্তির শরাব চেয়ে কাৎরায়।

www.pathagar.com

নন্দিত বেদনা

আমি অবহেলিত জীবনের নন্দিত বিজয় দেখেছি।
উচ্ছ্বসিত জীবনের তিলতিল পরাজয় দেখেছি।
নেচে ওঠা সমুদ্রের বিমর্ষ বাহু, উত্তাল তরঙ্গের
দোলাচল, অন্ধকার তলপেট, চঞ্চলা নদীর মৃত্যু,
ভাংগা নদীর তীর দেখেছি।
উদাসী আকাশের কান্না, ঝরে পড়া বকুল আর নির্যাতিত
গোলাপ দেখেছি।

দেখেছি পাহাড়ের স্থিরতা, ঝর্ণার উল্লসিত স্রোত,
থেমে যাওয়া রাতের কলস্বর আর বৈচিত্রিক প্রকৃতি।
প্রকৃতির স্পর্শে আন্দোলিত হয়েছি।
শিহরিত হয়েছি পাখিদের ভালোবাসার কোরাস সংগীতে।

আমি সাগর জলে ভেসেছি, নিকট থেকে দূরে, দূর থেকে
আরো দূরে, পথের প্রান্ত ছুঁয়েছি।

আমি কেঁদেছি, হেসেছি, স্বপ্ন দেখেছি,
আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছি নিঃসঙ্গ সুরে।

আমি নিজের মত হতে চেয়েছি।
নিজের মত হয়ে আছি আপন ভুবনে।

তোমাকে দেখেছি, তাকে দেখেছি, দেখেছি আমাকে।
আমার ভেতরকে, ভেতরের আরো ভেতরে,
জীবনের উল্টো পিঠে,
যেখানে দাঁতাল পিশাচেরা প্রসব বেদনায় কাতরায়।
যেখানে বিকৃত লাশের স্তূপে উৎসব করে শকুনের দল।
শেয়ালের চিৎকারে শান্ত রজনীর পর্দা ছিঁড়ে যায় যেখানে।

www.pathagar.com

আমি নীল সবুজের মেলা দেখেছি।
জীবন তরীর খেলা দেখেছি।
সাহসী ভোরের সফল পদচারণা দেখেছি,
ঝরে পড়া বিকেলের কান্না দেখেছি।

মানুষ খুঁজেছি।
আজো খুঁজি।
খুঁজে যাবো অনন্তকাল।

আমি জীবন দেখেছি।
জীবনের উত্থান পতন দেখেছি।
দেখেছি বেঁকে যাওয়া কংকালের বিদ্রুপ হাসি।

পাতালের মাতাল দেখেছি,
পাশবিক দাঁতাল দেখেছি।
চাতকির তৃষ্ণা দেখেছি
উষ্ণ মরুর বুকে মিষ্টি সরোবর দেখেছি।

বঞ্চিতের স্বপ্ন, স্বপ্নের অকাল মৃত্যু, মৃত্যুর বুক ফাঁটা
চিৎকার দেখেছি।
দেখেছি কম্পিত শক্তির পতন।

আমি সংগীহীন পথের বাঁক দেখেছি,
পথে যেতে যেতে বারুদের গন্ধ শুঁকেছি
প্রেমের কাতর কণ্ঠ শুনেছি।

ভালোবাসার চোখে অশ্রু দেখেছি।
বিরহী শূন্যতায় হাসতে দেখেছি।

অশ্রুর ভেতরে হাসি, হাসির মধ্যে বেদনা–
জীবনের অর্থ খুঁজেছি।

www.pathagar.com

প্রেমের শরীরে বিচ্ছেদ লুকায়িত
ঘৃণার দেহে ভালোবাসার জন্ম,
এ কেমনতরো জীবনের প্রচ্ছদ!
সুখের আসরে অসুখি দেখেছি।
দুখের সাগরে স্বস্তি দেখেছি
কালের দুয়ার বন্ধ দেখেছি।
দরজাহীন কালও দেখেছি।
আশাহীন ভোর, আর মৃত্যুহীন সন্ধ্যাও দেখেছি।

সৌরভ খুঁজেছি। সৌরভের উৎস সন্ধান করেছি।
দেখতে চেয়েছি জীবনের গলি পথ।
পথের বন্ধন।
অনিশ্চিত জীবনের টান টান উত্তেজনা।

আমার শিথানে দুঃখের বালিশ-দুখের ভয় দেখিয়ে কি লাভ বলো?

আমার বুকে বেদনার সাগর-কেন নদী দেখাতে চাও আমাকে?

আমি ভালোবাসার উষ্ণতায় প্লাবিত-প্রেমের লোভ দেখাও তুমি কে?

আমি দুঃখের শিড়দাঁড়া বেয়ে বেড়ে উঠেছি।
বেদনার অশ্রু সাঁতরিয়ে পথ চলেছি।
ভালোবাসার সমুদ্রে স্নান করে এসেছি।

আর কি দিতে চাও আমাকে? কি আছে তোমার?
সম্মান? অপমান? সুখ?

সম্মানের আঁচলে আমার দেহ আচ্ছাদিত
অপমানের তীর আমার ফুসফুসে সংরক্ষিত,

www.pathagar.com

সুখ ?

আমি তো সুখ পেতে চাই না। যেতে চাই না সুখের
মরিচীকায়।

যে পারো, আঘাত দাও।
জর্জরিত করো আঘাতের চাবুকে।
বেদনার মরুভূমি এনে দাও আমার হস্তে

আমি জ্বলতে চাই পবিত্র বেদনায়।
আমি পরশ পাথর হব।
জ্বলে জ্বলে খুঁজে নেব জীবনের দাম।

আমি জীবনকে জীবনের মত দেখতে চাই।

মুছে দিতে চাই আত্মার গ্লানি।
সেই মুছে যাওয়া স্বপ্নের ভূমিতে জেগে উঠবে
নতুন পৃথিবীর আলোকিত রাজপথ।

www.pathagar.com

আর পারি না

আর পারি না স্মৃতির বোঝার ভার নিয়ে পথ চলতে,
দম নিয়েছি। এক দমে সব জীবন কথা বলতে।

বলতে গেছি। বলবো কত। এক জনমের গল্প
সাত জনমের ভার নিলে সেই এক জনমও অল্প।

সুখ সাগরে নাও ভাসাতে ধরার মানুষ ব্যস্ত,
নিজ অপরাধ পরের ঘাড়ে করছে সদা ন্যস্ত।
ন্যস্ত করে আস্থা নিতে পারছে না কেউ আজকে।
কৈফিয়তের তীব্র বানে ভয় করে নিজ কাজকে।

কাজ না করে কথার বুলির তীর ছুঁড়ে ঐ মারছে
শান্তি পারে অশান্তিরা দিন থেকে দিন বাড়ছে।

বাড়ছে মানুষ, বাড়বে আরও কাজের লোকের ঘাটতি,
খাস জিনিসের নেই কদর আজ নকল নায়ের কাটতি।

www.pathagar.com

পারাবত

জন্মের দুয়ারে হেলান দেয়া স্বপ্ন, আচমকা চিৎকার
দিয়ে বলে, কোথায় স্বাপ্নিক অগ্নিপুরুষের দল?

কোমর বাঁকা পৃথিবী একটুকরো ভালোবাসা চেয়ে
কাৎরায়। দিশেহারা আবেগের সারি ঠেক দিয়েছে
পৃথিবীর বুকে। টলে ওঠে পৃথিবী।
দুর্বার শিহরণ জাগে ধরার পিঠে।

মনে হয় স্বাপ্নিক পুরুষ নেমে এলো মাটির
শিথানে। বিজয়ী সময় প্রবেশ করে কালের দোরে।
তখনও সোহাগী আকাশে স্থির থাকে আদম সুরত।
হয়তো তার পাশে ভূমিষ্ঠ হবে নতুন দিগন্ত।
সফলতার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবে
সাহসী পারাবত।

www.pathagar.com

নৈসর্গিক খাম

ভালোবাসার ভাংগা কপালে কম্পিত হাত রেখে
এক ঝাঁক আহত দৃষ্টি মেলে থমকে দাঁড়ালাম।

থিরথিরিয়ে কেঁপে ওঠে প্রেমের বিকৃত চোয়াল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস হেঁটে যায় হৃদয়ের গহীনে।

মনে হয় ভালোবাসার কৌণিক মানচিত্র,
একটি ঝরা গোলাপের ভাঁজ করা পাপড়ির নৈসর্গিক খাম।

www.pathagar.com

একাকী আত্মা

পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহলের ঘূর্ণাবর্তে থেকেও
মানুষ বড়ই একা। শব্দের মিছিলে নিত্য সাঁতার কেটে
নিঃসঙ্গ যন্ত্রণার তিক্ত স্বাদ নিতে হয়।

দুঃখের দাবানলে দগ্ধ হৃদয়, সুখের সাগরে ভাসন্ত মন,
নির্জনতার বেদনা থেকে মুক্ত নয় কেউ।

জীবন, জীবনের চাওয়া-পাওয়া, চাওয়া-পাওয়ার সাধ
স্মৃতি হয়ে মিলে যায়, কৈশোরিক কল্পনার মত।

তবুও স্বপ্নের সেতু রচনা করে মানুষ।
প্রেম-ভালোবাসা, আত্মার আত্মীয়, রূঢ় বাস্তবতাকে
সময়ের ঝুলিতে রেখে, একাকীত্বের ওপারে যেতে চায়।
পাড়ি দিতে চায় নিঃসঙ্গতার মরু-সাগর।

অথচ সবকিছুই যেন ডুবে যায় নির্জনতার নিঝুম অন্ধকারে।
শুধু থেকে যায় কালের শূন্যতা।

একাকী আত্মা যেখানে হু হু করে কাঁদে।

www.pathagar.com

নারীর নিঃশ্বাসে

কাকে সুন্দর বলে ডাকবো?

মোহনীয় রূপ? কোনো নারী? যুবক কিংবা যুবতী?
একটি পুরুষ? কিংবা প্রেমিক প্রেমিকাকে?

কে সুন্দর?

ফুল?পাখি? নদী? পাহাড়? মরুদ্যান? পৃথিবী?
কাকে বলা যায় সুন্দর?

মোহনীয় রূপ, অহংকারের চাদরে মোড়ানো দুর্বাসা।
অর্জন করে ঘৃণার স্তূপ। অসুন্দর ঘর করে যেখানে।

একটি নারী-যন্ত্রণার জ্বলন্ত অঙ্গার,
যে কেবল পোড়াতেই জানে।

যুবক-যুবতীরা, শক্তির বড়ায়ে অন্ধ-মাতাল।

স্বার্থের গগলস এঁটে পুরুষ, চুষে বেড়ায় পৃথিবীর কংকাল।

প্রেমিক-প্রেমিকা স্বপ্নের ঘোরে আবিষ্ট।

কি করে বলা যায় এরা সুন্দর?

ফুল, পাখি, নদী, পাহাড় কিংবা মরুদ্যান অথবা পৃথিবী
কাংখিত সুন্দরের সিম্বল মাত্র।

একটি শিশুর নির্মল হাসির নাম সুন্দর।
সুন্দর একটি বঞ্চিত কিশোরের তৃষ্ণার্ত চেহারা।
সুন্দর যুবক-যুবতীর পবিত্র দৃষ্টি, কর্তব্যের ধ্যান।
ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঝরে যাওয়া অশ্রু সুন্দর।

সুন্দরকে দেখেছি দেশ প্রেমিক পুরুষের বিশ্বাসে।
দেখেছি নিরহংকার নারীর নিঃশ্বাসে।

পবিত্র বেদনার আলিংগনে সুন্দর ছিলো;

www.pathagar.com

ভোরের শুভ্রতায় সুন্দর ছিলো
নদীর মিলনে ছিলো সুন্দর।

আমি সেখানে সুন্দরকে দেখেছি।

তুমি যাকে সুন্দর বলে নাম দিয়েছো,
সে কেবল অপবাদ, মিথ্যে-মরিচীকা।

রং এর বৈচিত্র খেলা সুন্দর নয়।

সুন্দর সুন্দরের মধ্যেই লুকায়িত।

www.pathagar.com

দূরন্ত দুর্বার

দূরন্ত দুর্বার,
বুক ফেটে চুরমার
জীবন আজ কষ্ট
বেদনায় নষ্ট

নেই প্রীতি বন্ধন
হাহাকার ক্রন্দন
ভালোবাসা নস্যি
মানুষ আজ দস্যি

দুরাচার মন্দ
হানাহানি দ্বন্দ্ব
আজ বড় কষ্ট
সব পথ ভ্রষ্ট॥

www.pathagar.com

সমান্তরাল

তোমাদের সমান্তরালে দাঁড়াতে বলো আমাকে।

আশাহীন স্বপ্ন, স্বপ্নহীন জীবন, ভোরহীন নিশির তীরে
কি করে দাঁড়াই বলো?

যেখানে আশা নেই, সেখানে জীবন নেই।
যেখানে স্বপ্ন নেই, সেখানে প্রাণ নেই।
ভোরহীন নিশি উদ্যমহীন সাধনাবিহীন।

এক বুক স্বপ্ন আছে আমার,
আমি স্বপ্ন সাধক ধ্যানী।
নতুন ভোরের প্রত্যাশায় আমি দুর্বার গতিশীল।
একটি সোনালী পৃথিবী গড়ার প্রয়াসে উদ্যমী।

আমার স্বপ্নেরা জানে– স্থবিরতাই মৃত্যু।

শূন্যে ঝুলন্ত পাণ্ডুর মেঘ হয়ে কি দিতে চাও পৃথিবীকে?

হলে শ্রাবণের আকাশে থৈথৈ জোসনা হও।
আলোর বন্যায় ঢেউ তুলে দাও নিসর্গের দেহে।
স্রোতস্বিনী হয়ে সোল্লাসে জয় করো সমুদ্র বক্ষ।

কেন হবে না দৃষ্টি নন্দিত গোলাপের মত ফুল?
মৃগনাভির কস্তুরী তোমার লক্ষ্য নয় কেন?
কেন নয় তুমি জীবনসন্ধানী সজ্জন?

অর্থহীন সংলাপের জবুথুবু বিন্যাস,
কি দেবে তোমার জীবন সিন্ধুকে?
নিকাশের সেই দ্বার আজ অবধি অবমুক্ত হয়নি।

অথচ জীবনবিনাশী মাতালেরা চূর্ণ করে
সময়ের মস্তক।
ধ্বংসের দ্রাঘিমায় তোমাদের জীবন তরী,

কি করে ভাব সমান্তরাল অক্ষরেখার?

www.pathagar.com

শোকের মাতম

পল্লি গাঁয়ের বাঁকের শিরে
নীলের শাড়ির বিস্তার,
পাখির গানে ঢেউ তোলে যেন
ব্যস্ত নদী তিস্তার।

মেঘনা পারের মাঝির গান
সুরমা নদীর জোয়ার বান,
কর্ণফুলির সুর শিহ্‌রণ ঠিক রাখে না দিশ্‌তার।

তাল-তমালের গলাগলি প্রেমের বাঁধন খুলছে,
ঝিল্লি মেয়ের নূপুর সুরে দুপুর যেন দুলছে।

পদ্মানদীর খালি বুক
গাঁও গেরামের শুকনো মুখ,
ধানশালিকের সুর ভুলে আজ শোকের মাতম তুলছে।

www.pathagar.com

কোথায় দাঁড়াবে তুমি

ভয় নেই বন্ধু!
প্রতিশোধের আগুন ঢেলে দিয়েছি অশ্রু নীরে।
শূন্যের উপর ঘর বেঁধেছি। দেখে যাও বিশ্বাসের পাটাতন।

বেদনার তীর নিক্ষেপ করেছ ফুসফুসের ওপারে।
ব্যথা দিয়েছ। আরও দাও।

তোমার মত নিম্নমানের কুলাংগার থেকে
প্রতিশোধ নিয়ে কি হবে বলো?

তুমিতো মনুষ্যরূপী এক নিকৃষ্ট ইতর জন্তু।
বিশ্বাসের কথা বলে- বিশ্বাস ভংগ করো বারবার,
অধিকারের কথা বলে-লুণ্ঠন করো অধিকার
নীতির কথা বলে-দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

তুমিই বলো– মানুষ হিসেবে তোমার দাবী কতটুকু যৌক্তিক?

এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে আরও পরে,
কোথায় দাঁড়াবে তুমি?

তোমার প্রতি কদমে অসংগতি,
দৃষ্টিতে অপবিত্রতা,
চেহারায় কুটচালের চিহ্ন।
কি করে বলো তোমার ভেতরে পরিচ্ছন্ন মন!

সমালোচনার তীর ছুঁড়ে দাও অন্যের হৃৎপিণ্ডে
অথচ নিজে অপকর্মের নর্দমায় আজানু ডুবন্ত।

www.pathagar.com

এতই লজ্জাহীন তুমি!
ছি-ছি-ছি!
শূকরীর প্রসবকালীন রক্ত খেয়েও তোমার স্বাদ মেটে না ?

তবুও সভ্য বলে দাবী করো নিজেকে!
সমাজ তোমাকে মানুষ বলে ডাকে।

কোথায় মানুষ? কে মানুষ?
তুমি?

মনুষত্বকে হত্যা করেও তুমি মানুষ!
মানবতাকে দলিত মথিত করেও তুমি মানুষ!
অন্যের জীবনকে অশান্ত করেও তুমি মানুষ।

আমি বিশ্বাস করি না।
কক্ষণো না।

আমি দেখেছি তোমার নষ্ট হাতের খেলা।
দেখেছি তোমার বক্র চোখের চাহনী
তোমার অন্তরে বিষদৃশ্য রক্তও দেখেছি।
দেখেছি পাশবিক ধ্বংসের দলন।

কেন সাধু সাজতে চাও?
কেন দেখাতে চাও তুমি অনুগত সরল শিশু।
মুহূর্তে ভদ্রের লেবাস জড়িয়ে নাও গাত্রে।

আমি জানি।
আমি চিনি
আমি বুঝি তোমাকে।
তোমার কপটতাকে।

www.pathagar.com

শিশুর সারল্যে ঢাকতে চাও নিজের অপরাধ।
এটা তোমার ব্যর্থ প্রয়াস।

আমার কাছে তুমি এক নিকৃষ্ট বদ জানোয়ার।
একটি কুকুরও অনেক উত্তম।
কারণ, সে জ্বালাতে আসে না।
আসে না পোড়াতে
কুকুর হয়ে হরিণের বেশ ধরে না।

আমাকে কেন জ্বালাতে চাও?

প্রতিশোধের আগুন নিভে গেছে নয়নের অশ্রুতে।

খোদার দোহাই,
একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমায়॥

www.pathagar.com

জলের নূপুর

কখন তুলেছি কাঁধে ভুলের বাহন,
ছলছল আঁখি ভরা তীরের চাহন।
আশার বাসায় পাল খুলেছি নায়ের,
জানি না, কখন পাই কিনার গাঁয়ের।

জলের নূপুর বাজে দুপুর বেলায়,
দিন চলে মিলে যেতে রাতের মেলায়।

ভেসেছি ঢেউয়ের বুকে জানি না কখন,
ফিরে চাই কূল খুঁজে পাই না যখন।

এসেছি অনেক পথ। আছে কত দূর,
নিকটের রূপ ধরে আসছে সুদূর।
বিকেল গড়িয়ে পড়ে সাঁঝের মায়ায়
আঁধার ঘনিয়ে আসে রাতের কায়ায়।

ভুলের খেয়ালে ভাসি ঢেউয়ের জলে
দিন কেটে চলে গেলো খেলার ছলে।

হারাবার ছিলো সব গেলো হারিয়ে,
কূলে তুলে নেবে কেউ হাত বাড়িয়ে।

তবুও ভাসাই তরী কূলের আশায়,
যত দিন আছে সুর বুকের বাসায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নন্দিত বেদনা

জাকির আবু জাফর